ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR. 2 1 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

17

দাতাগোষ্ঠীর দুই দিনের বৈঠক সমাপ্ত

সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই, সংস্কারের শ্লথগতিতে উদ্বেগ ও অসন্তোষ

কাগজ প্রতিবেদক : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত দুদিনের বার্ষিক বৈঠকে দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচির শ্লথগতিতে গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। দাতাগোষ্ঠীর সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, আগামী বছরের জন্য বাংলাদেশ দাতাদের কাছে ২০৪ কোটি ডলারের যে সাহায্য চেয়েছে বৈঠকের দাতারা তাকে সংস্কার কর্মসূচি ত্বরান্বিত করা সাপেক্ষে 'বাস্তবভিত্তিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। তবে দাতারা বরাবরের মতো সাহায্যের সুনির্দিষ্ট কোনো কোনো প্রতিশ্রুতি এবার দেয়নি।

বৈঠকে দাতা প্রতিনিধিরা খেলাপি ঋণ আদায়সহ আর্থিক খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও এ খাতে প্রতিশ্রুত সংস্কার কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সরকার পরিচালনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে তাগিদ দিয়েছেন। বৈঠকে সামরিক খাতে ব্যয় কমানো এবং এ থেকে বেঁচে যাওয়া অর্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতে বরাদ্দ করার জন্য জোরালো তাগিদ রাখা হয়েছে। সামরিক খাতে সব ধরনের ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব থাকা বাঞ্ছনীয় বলে বৈঠকে দাতার অভিমত প্রকাশ করেছে।

সাহায্যদাতা ১৫টি দেশ ও ১২টি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশ নেন। বাংলাদেশ প্রতনিধি দলের নেতৃত্ব দেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

দাতাগোষ্ঠীর দুই দিনের

● প্রথম পাতার পর

প্রেসিডেন্ট মিইকো নিশিমিজু।

সংস্কার ও সুশাসন

বৈঠকে দাতারা জানিয়েছেন, সংস্কার কর্মসূচি জোরদার করা হলে তারা বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখবেন। তারা বলেছেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচির মূলে রয়েছে সরকার পরিচালনায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন। দক্ষভাবে পরিচালিত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপরই নির্ভর করছে উন্নয়ন সহায়তার কার্যকরিতা।

দাতারা গত ৬ মাসে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যক্রমে কিছু অগ্রগতি হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিলেও বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতি কমানো এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য আরো অনেক কিছু করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তারা সংস্কার কর্মকাণ্ডের পক্ষে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা এবং সুশাসনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।

আর্থিক খাতের সংস্কার

বৈঠকে দাতারা বাংলাদেশের আর্থিক খাতের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করে বলেন, বিশেষভাবে ব্যাংকিং খাতের সমস্যার মূলে রয়েছে কয়েক দশক ধরে চলা দুর্নীতিবাজ স্বার্থান্বেষী মহলের তৎপরতা। দাতারা এ জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্থিক খাতে কার্যকর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে তাগিদ দেন।

তারা বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক ও ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরীন পরিচালনা কাঠামো পুনর্বিন্যাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো জোরদার করা, খেলাপি ঋণের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনী কাঠামো গড়ে তোলা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং পুঁজিবাজার উন্নয়নে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দেন।

দাতারা দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত খেলাপি ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য না আসায় এবং অর্থ ঋণ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। দাতারা জোরালোভাবে বলেন, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবচেয়ে বেশি দরকার।

ব্যাংকের তারল্য পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বৈঠকে দাতারা বলেন, বর্তমানে দেশের ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট খুব একটা নেই। তবে এই তারল্য ধরে রাখা হচ্ছে শুধুমাত্র বাইরে থেকে আসা আমানতের মাধ্যমে। অভ্যন্তরীণভাবে ঋণ আদায় ও মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে তারল্য বজায় রাখা হচ্ছে না। ফলে ব্যাংকিং খাত সংকটে পড়ার যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

বিরাষ্ট্রীকরণ ও রাজস্ব আদায়

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর লোকসান বন্ধ এবং জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য দাতারা এসব প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিকীকরণ এবং বিরাষ্ট্রীকরণের লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

রাজস্ব আদায়ে গতি সঞ্চার করার লক্ষ্যে দাতগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন প্রবর্তন, বৃহৎ করদাতা ইউনিট প্রতিষ্ঠা, সমন্বিত ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার চালু করা ও ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর আদায়ের পরিধি সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন।